হরিণাকুন্ডুতে কৃষি ব্যাংকের শাখা স্থানান্তর চেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ভালকী বাজারে কৃষি ব্যাংকের শাখা অফিস স্থানান্তর চেষ্টার প্রতিবাদে এলাকাবাসি মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

আজ রোববার দুপুরে কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী বাজারে ব্যাংকের শত শত গ্রাহক ও এলাবাসি এই কর্মসুচি পালন করেন।

মানববন্ধন শেষে ভালকী বাজারে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধ ও সাবেক চেয়ারম্যান ইমদাদ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল ইসলাম, মহিউদ্দীন মাষ্টার, স্থানীয় মসজিদের ইমাম কুতুব উদ্দীন মন্ডল, বিসিআইসি সার ডিলার আব্দুল খালেক, স্কুল শিক্ষক ফয়জুর রহমান ফয়েজ, মোয়াজ্জেম হোসেন, খালেদুর রহমান, জাফর আলতাফ সোনা, সোহরাব হোসেন মন্ডল, সাবেক ইউপি সদস্য সালাহউদ্দীন, প্রভাষক ওলিয়ার রহমান, মিজানুর রহমান ও লিন্টু মন্ডল।

ব্যক্তিগন বলেন, হরিণাকুন্ডুর ভালকী বাজার বহু পুরানো জনপদ। এখানে চাকরিজীবী ও বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন। এই ব্যাংকে তাদের একাউন্ট রয়েছে। ব্যাংকটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হলে গ্রাহকরা নিরাপত্তহীনতায় পড়তে পারে। গ্রাহক ও গ্রামবাসি ব্যাংকটি যাতে অন্যত্র সরিয়ে না নেওয়া হয় সে বিষয়ে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পৌর কাউন্সিলরদের পুর্ণবহালের

দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

নাগরিকদের ভোগান্তি দুর ও পৌরসভার সেবা নিশ্চিত করতে ঝিনাইদহে অপসারণকৃত পৌর কাউন্সিলরদের পুর্নবহালের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে বাংলাদেশ পৌর কাউন্সিলর এসোসিয়েশনের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহের ৬ টি পৌরসভার কাউন্সিলর, পৌরসভার বাসিন্দাসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে বাংলাদেশ পৌর কাউন্সিলর এসোসিয়েশনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মধু, কাউন্সিলর রুহুল আমিন মিন্টু, সামসুল আরেফীন কায়সার, ফারহানা রেজা আঞ্জু, মনিরুজ্জামান, রাকিবুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন, রকিব উদ্দিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, পৌরসভার ভোটারদের ভোটে আমরা নির্বাচিত হয়েছি। জনগণের সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের তারা নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু বর্তমানে পৌরসভার বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সেবা নিতে এসে।

জন্মনিবন্ধন থেকে শুরু করে সকল সেবা পেতে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। বক্তারা আরও বলেন, আমরা দেশ সংস্কারের পক্ষে। তাই বলে বাদ দিয়ে সংস্কার কিভাবে সম্ভব। পৌরসভার নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের পুর্ণবহালের দাবী জানান তারা।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা

অফিসারকে লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারককে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে এবং ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তাতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা,কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বৃন্দ।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আদিলা আজহার।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত সোমবার বেলা ১২ টায় আদালতের দায়েরকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবোনালের একটি মামলার তদন্তকালে কিছু বহিরাগত যুবক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক কে লাঞ্ছিত করে।

লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় গতকাল গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বাদী হয়ে গাংনী থানায় এজাহান নামীয় ৮ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জনের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা করেছেন। মামলায় এজাহার নামীয় আসামিদের দ্রত গ্রেফতারের দাবি জানান মানববন্ধনে অংশ গ্রহণকারীরা।

মামলায় আসামিরা হলো- গাংনী পৌরসভার শিশির পাড়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে বসির (৩৫), আব্দুর রশিদের ছেলে গাফার আলী(৩৭), আব্দুল মালেকের ছেলে ঈমান আলী, আব্দুল ওয়াহেদের ছেলে জনি (৩৬), নজরুল ইসলামের ছেলে সুমন (৩৫), মহাশিন আলীর ছেলে ইয়ামিন আলী(৩৭), আব্দুল ওয়াদু এর ছেলে সাইদুল ইসলাম(৩৭) ও মোরশেদ আলীর ছেলে চান্দু (৩৬)।

উল্লেখ্য: মেহেরপুর আদালতের বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল এর ২০৮/২০২৪ নাম্বার পিটিশন মামলা তদন্তের শুনানীর

জন্য উভয়পক্ষকে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে ডাকা হয়। গতকাল সোমবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বাদী-বিবাদী অফিসের সামনে হাজির হলে উভয়পক্ষের লোকজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বাক বিতন্ডা শুরু হয়। এসময় তিনি উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহবান জানান।

এক পর্যায়ে ১০/১২ জন যুবক রাগান্বিত হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকের হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয় ও শার্টের কলার ধরে টানা হেচড়া করে লাঞ্ছিত করে। এর প্রতিবাদ জানালে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী তোফাজ্জেল হোসেনকেও লাঞ্ছিত করে এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দেখে নেয়ার হুমকি দেয় তারা। এঘটনায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বাদী হয়ে গাংনী থানায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের নামে একটি নিয়মিত মামলা করেন। মামলা নম্বর-৫।

বাওড় ফেরানোর দাবিতে কোটচাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের মানববন্ধন

ইজারার সাড়ে চার বছর থাকতেই বাওড় ফেরানোর দাবিতে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছেন ঝিনাইদহ-যশোর বাওড় মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার বেলা ১২ টার সময় বলুহর বাওড়ের সিংঙ্গিয়া অংশে এ মানববন্ধন করেন তারা। এদিকে বাওড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দখলের পায়তারা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী ইজারাদারেরা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে ৬ টি বাওড় আছে । যার মধ্যে রয়েছে বলুহর, জয়দিয়া, কাঠগড়া, ফতেপুর, মর্জাদ ও বেড়গোবিন্দপুর। এ সব বাওড়ের মধ্যে কোটচাঁদপুর উপজেলায় বড় দুইটি বাওড়ের একটি বলুহর ও অন্যটি জয়দিয়া বাওড়। বাওড়গুলো দীর্ঘদিন সরকারি ভাবে চাষ করে আসছিল বাওড় পাড়ের মৎস্যজীবিরা। তবে প্রতি বছর এ সব বাওড়ে সরকারের লোকসান হত।

এ কারনে ২০২২ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় বাঁওড়গুলোকে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে নিয়ে দরপত্রের মাধ্যমে ইজারার ব্যবস্থা করেন। সে সময় মৎস্যজীবীরা একের পর এক আন্দোলন করেন ইজারা বাতিল করে বাওড় ফেরানোর দাবিতে। ওই আন্দোলনে কোন লাভ হয় না তাদের। পরে ওই বাওড়গুলো স্থানীয় ভূমি অফিস ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্মকর্তা ইজারা প্রাপ্তদের বাওড়গুলো বুঝিয়ে দেন। সে থেকে তারা বাওড়ে চাষ করে আসছেন।

গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর থেকে তারা আবারও আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। এরই অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ – যশোর মৎস্যজীবি আন্দোলনের ব্যানারে আজ রবিবার কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড়ের সিংঙ্গিয়া অংশে মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, জয়দিয়া বাওড়ের সভাপতি নিত্য হালদার,বলুহর বাওড়ের সাধারন সম্পাদক নির্মল হালদার।

তিনি বলেন,গেল এক বছর আমরা বাওড় হারিয়েছি। সে থেকে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে আদালতে মামলাও চলমান। তবে বিগত সরকারের আমলে তারা গায়ের জোরে বাওড় দখল নিয়ে মাছ ছাড়া ও আহরন করে আসছেন।

তিনি বলেন, গেল ৫ তারিখে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বৈষম্য বিরোধী সরকার। এ কারনে এ সরকারের কাছে আমরা আমাদের দাবির কথা জানাব। এর অংশ হিসেবে আজ এ মানববন্ধন করা।

বিষয়টি নিয়ে বলুহর বাওড়ের ইজারাদার শীতল মন্ডল বলেন,অন্যের প্ররোচনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বাওড় দখলের পায়তারা চালাচ্ছেন তারা।

তিনি বলেন, গেল ২০২৩ সালের প্রথম দিকে স্থানীয় ভূমি অফিস ও সহকারী কমিশন (ভূমি) কর্মকর্তা বাওড় আমাদের বুঝিয়ে দেন। সে থেকে আমরা বাওড় মাছ ছাড়ছি ও আহরন করে আসছি।

শীতল মন্ডল বলেন,বাওড়ের ইজারার মেয়াদ এখনও সাড়ে চার বছর বাকি রয়েছে। এরমধ্যে তারা আবারও এ ধরনের কর্মকান্ড লিপ্ত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি।

জয়দিয়া বাওড়ের ষষ্ঠী হালদার বলেন,তারা এর আগে অনেক কিছুই করেছেন। কোন লাভ হয়নি। এখন আবার নতুন করে পায়তারা চালাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন, মানববন্ধন করার বিষয়টি আমার জানা নাই। তবে এখন সবাই স্বাধীন আন্দোলন করতেই পারেন।

তিনি বলেন,যেহুতু বাওড় ইজারাদারদের দখলে রয়েছে, সেহেতু ওনারা বিষয়টি নিয়ে জেলায় কথা বলতে পারেন।

দর্শনায় ছাত্র জনতার নির্যাতন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অবিভাবকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা বাজার থেকে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়।

এ মিছিলে ৪ আগস্ট কতিপয় দুর্বৃত্ত কতৃক ছাত্র জনতার উপর নগ্ন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অভিভাবকরা মানববন্ধন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে ছাত্র জনতার অবিভাকরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে। ঐদিন বিকাল ৫ টায় দর্শনা থানা এলাকায় নির্যাতনের স্বীকার ছাত্র জনতার অবিভাবক মা বাবা ভাই বোন ও আত্নীয় স্বজনেরা মানব বন্ধনে দাড়ালে দর্শনা -চুয়াডাঙা গামী ও দর্শনা -যশোরগামী পরিবহন সহ সব ধরনের যান বাহন চলাচল আধাঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাধারন মানুষ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টি হয় জানজোটের।

এ সময় ছাত্র জনতা দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড বগ চত্তরে ৪ আগষ্টের কথা তুলে ধরে। এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজিব আহম্মেদ,সজিব হাসান,পলাশ আহম্মেদ,রুবেল হোসেন,সাইদুর রহমান লিংকন ও আঃ হাই মিয়া।

এ সময় বক্তব্যকালে বলেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাসহ ২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের গুন্ডা বাহীনী দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উপর যে হামলা চালিয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

ছাত্ররা আরও বলেন,ফ্যাসিস্ট সরকারের আলোচনা সমালোচনা করে বলেন ছাত্র জনতার প্রতিরোধে যেসব সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফের এলাকায় এসে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেস্টা করছে,তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে বলে হুসিয়ারি দেন।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন কলেজে সভাপতি নিয়োগের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের (সাবেক পৌর কলেজ) গভর্ণিং বডির সভাপতি পদে হোটেল আটলান্টিকা মামলার আসামি মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্যকে নিয়োগের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে সচেতন নাগরিক ও ছাত্র সমাজ।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে শহরের ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সচেতন নাগরিক ও ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি মোঃ দবির উদ্দিনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতু।

অন্যদের মধ্যে বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক ও ছহিউদ্দিন কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি সহ ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

“ভাবি ও বোনকে হত্যার দায়ে ভাইয়ের ফাঁসি দাবি করলেন ঘাতকের বোন”

গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাকিউল ইলমার হত্যাকারী ওহিদুলের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখা।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উপজেলা শাখার সভাপতি পলাশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সভাপতি ও এবাদৎখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী, ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন, নওদাহোগলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, নিহত শিক্ষক জাকিউল ইসলামার মামা ফেরদৌস আহম্মেদ, ঘাতক ওহিদের বড় বোন বুলবুলি খাতুন, নিহত ইলমার ছোট ভাই ত্বোহা, বড়বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হাসানুজ্জামান হাসান, সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও নিহত ইলমার সহকর্মী মুক্তা খাতুন, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লাবনী আক্তার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদের দ্রুত বিচার ও সর্ব্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদের বোন তার অপর বোন ও ভাবিকে হত্যার

দায়ে আপন ভাই মহিবুল ইসলাম ওহিদের ফাঁশি দাবি করেন। শিক্ষকদের আয়োজন মানববন্ধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এদাবি করেন। তিনি বলেন, ঘাতক আমার ছোট ভাই। আমি তারপরও তার সর্ব্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।

নিহত ইলমা গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

উল্লেখ্য, গত শনিবার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগাভাগি ও পুকুরে মাছ ছাড়ার প্রস্তুতিকালে মহিবুল ইসলাম ওহিদ তার বোন জোছনা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ হোসেন, তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা ও ছোট বোন শামীমা খাতুনকে রামদা দিয়ে এলাপাতাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই জাকিউল ইলমা ও জোছনা খাতুন নিহত হন। গুরুতর আহত হন ভাই জাহিদ হোসেন ও অপরা বোন শামীমা খাতুন।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ সানঘাট গ্রামের দাড়ের পাড়া এলাকার আব্দুল আজিজের ছেলে ও স্থানীয় এসজিও সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

হত্যাকন্ড ঘটিয়ে ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ রক্তমাখা শরীরে মাঠ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমঝুপি এলাকা থেকে ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক হন। বর্তমানে সে পুলিশী প্রহারায় মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে,, পৈতৃকি সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমা চলে আসছিলো। আজ সকালে নিহত জোছনা খাতুন অপর বোন শামীমা খাতুন পিতার ১ একর ২৭ শতক জমির পুকুরে মাছ ছাড়তে এসেছিলেন। সকালে সবাই মিলে বাড়িতে মিমাংসায় বসেছিলেন। মিমাংসার এক পর্যায় বোন জোছনা খাতুন, শামীমা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ ও তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা পুকুরে মাছ ছাড়তে যান। এসময় মহিবুল ইসলাম ওহিদ ধারাল রামদা দিয়ে তাদের একের পর এক কোপাতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন বোন জোছনা খাতুন ও ভাইয়ের স্ত্রী গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (বরখাস্ত) জাকিউল ইলমা। এসময় গুরুতর আহত হন অপর বোন শামীমা খাতুন ও ভাই জাহিদ হোসেন।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা নামের একটি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সানঘাট গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

প্রতিবেশী তোহিদুল ইসলাম জানান, আব্দুল আজিজের প্রায় ৩০ বিঘা জমি। ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে। এদের মধ্যে ঘাতক মহিবুল ইসলাম সবার ছোট। বাবা মারা যাবার সময় আব্দুল আজিজ তার স্ত্রী রশিদা খাতুনকে ১১ বিঘা জমি রেজিস্ট্রি দিয়ে গেছেন। মায়ের ১১ বিঘা জমি জমি নিজ নামে নেওয়ার জন্য মহিবুল ইসলাম দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এছাড়া বাড়ির ১ একর ২৮ শতক জমির পুকুর আওয়ামী লীগের দলীয় ক্ষমতায় জোর দখল করে মাছ চাষ করে আসছিল। এনিয়ে গ্রামের মন্ডল মাতব্বর নিয়ে একাধিকবার শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোনো সমাধান হয়নি।

এনিয়ে মহিবুল ইসলাম ওহিদ তার ভাই ও বোনদের নামে গাংনী থানা ও মেহেরপুর আদালতে একাধিক মামলা দিয়েছেন। তার মামলায় নিহত জাকিউল ইলমা এর আগে বরখাস্ত হয়েছেন।

নিহত জোছনা খাতুনের স্বামী হাফিজুল ইসলাম বলেন, মহিবুল ইসলাম গাংনী উপজেলা শহরের ১৮ শতক জমি ও বাড়ির ১ একর ২৮ শতক জমির পুকুর একাই দখল করে আছেন। এছাড়া আমার শাশুড়ির ১১ বিঘা জমি দখলে রেখেছে ছোট ভাই ওহিদ। এনিয়ে সে কয়েকটি মামলা করেছে। আজ সকালে আমি আর আমার স্ত্রী জোছনা খাতুন সানঘাট গ্রামে আসি। বাড়িতে সবাই বসে মিমাংসার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। ওহিদ এই পুকুরটি বিগত চার বছর যাবৎ একাই মাছ চাষ করছিলেন। সবার দাবি ছিল এই চার বছর বাকি ভাই বোন চাষ করবে। এক পর্যায়ে মাছ ছাড়ার কথা বললে সে তার ব্যাগে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে একের পর এক এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হওয়ার পর সে পালিয়ে যায়।

প্রতিবেশী তহিদুল ইসলাম জানান, ভাই বোনের জমির ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একাধিকবার শালিস বৈঠক করেছেন। ভাই বোনরা ওহিদ ২ এক বিঘা জমি বেশী দিয়ে তাদের ফ্যাসাদ মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরেও ওহিদ সেটা মেনে নেয়নি। নিজেকে আওয়ামীলী কর্মী দাবি করে সে জোর করে একাই ভোগ করছে পিতার রেখে যাওয়া পুকুর, মাঠের জমি ও গাংনীর বাড়ি। তিনি আরও বলেন, ওহিদ ভাই বোনের নামে একাধিক মামলা দিয়ে তাদের বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও নির্যাতন করেছে। শুধু ভাই বোনকেই নয়, এলাকার অনেক মানুষকে সে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। সে যখন গাংনী থেকে গ্রামে আসে তার ব্যাগের মধ্যে সব সময় রামদা ও বড় সাইজের দা থাকে। ভাই বোন কিছু বললে তাদের হত্যা করবে বলে হুমকী দিয়ে আসছিল।

মেহেরপুরে তামাক চাষিদের কার্ড বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) এর রিজিউনাল লিফ ম্যানেজার হাসিবুর রহমান, এরিয়া লিফ ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম, সহকারী লিফ ম্যানেজার কামরুজ্জামান তুহিন, এফটি মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে আবারও মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে কাংলীগাংনী গ্রামের কার্ড বঞ্চিত তামাক চাষিরা।

গতকাল রবিবার বিকেলে কালিগাংনী তিন রাস্তা মোড়ে ভুক্তভোগী তামাক চাষিরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

কালিগাংনী গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত তামাক চাষি মানিক মিয়ার নেতৃত্বে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা জানান, গত মৌসুমে মেহেরপুর জেলার প্রকৃত কৃষকদের তামাক না নিয়ে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে তামাক ক্রয় করেছেন। দালালদের মাধ্যমে অন্য জেলার বড় বড় তামাক ব্যবসায়ীদেও নিকট থেকে কেজিপ্রতি কমিশন নিয়ে নিম্নমানের তামাক ক্রয় করায় প্রকৃত চাষিরা ন্যয্যমুল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং চাষীরা প্রতিবাদ করেন। মুল্য বঞ্চিত তামাক চাষিরা প্রতিবাদ করার এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি)র দেয়া কালিগাংনী নওপাড়ার গ্রামের লিফ রিজনের প্রায় ৪৫ জন তামাক চাষীর তামাক বিক্রির কার্ড বাতিল করেন। প্রকৃত কৃষকের কার্ড বাতিল করার অভিযোগ তোলেন মানববন্ধনকারীরা।

বাতিলকৃত কার্ড পুনরায় ফেরত দেয়ার দাবী তুলে তামাক চাষি জাকির হোসেন বনেল, আমি প্রায় ১৫ বছর ধরে তামাক চাষ করি। প্রথমে আমি কোম্পানীর সব শর্ত পুরুন করায় আমাকে ২ একরের কার্ড দেন বিএটি। পরে আমি আরও আবাদ বৃদ্ধি করলে ৩ একরের কার্ড দেয়। গেল বছর কোম্পানি আমাকে উন্নতমানের তামাত পুড়ানোর ঘর নির্মাণ করতে বল্লে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে ঘর নির্মান করেছি। অথচ আমাকে কিছু না জানিয়ে আমার কার্ড বাতিল করেছে। আমার সব টাকা লোকসান। কার্ড ফেরত না দিলে আদালতে মামলা করবেন বলেও জানান এই তামাক চাষি।

তামাক চাষি রমজান আলী জানান, আমি কোম্পানির সব নিয়ম মেনে আবাদ

করেছি। কিন্তু এবার আমার কার্ড বাতিল করেছে। আমি এর প্রতিবাদে মানববন্ধনে দাঁড়িয়েছি।

সেই সাথে ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির ডিভিশনাল কর্মকর্তা আসিফ সাহেবের কাছে বিচার দাবী করেছেন ।
ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির রিজনের প্রবীণ তামাক চাষী মানিক বলেন, তামাক বিক্রয়ের কার্ড প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে বাতিল করার প্রতিবাদে আমাদের এই মানববন্ধন কর্মসৃচি। উপরোক্ত কর্মকর্তার দ্বারা আমরা কৃষকরা লাঞ্ছিত হয়েছি।

কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে জড়িত থাকায় আমরা কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি।
প্রকৃত কৃষকদের কার্ড কেটে দেওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছি। একই সাথে আমাদের কার্ড তালিকাভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, কালি গাংনী গ্রামের লিফ রিজনের তামাক চাষী রমজান আলী,আখের আলী, সাকের আলী, ইমারুল ইসলাম, সোহেল হোসেন, রিপন আলী, জিয়ারুল ইসলাম, পিকলু, আশরাফুল ইসলাম, আলামিন হোসেনসহ অনেকে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির (আর এম) হাসিবুর রহমানের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য লেখা সম্ভব হয়নি।

জীবননগরে নিখোঁজের স্কুল শিক্ষকের সন্ধান পেতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষক ৪দিন যাবৎ নিখোজ সন্ধান পেতে শিক্ষক শিক্ষাথীদের মানববন্ধন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার সময় জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন

স্কুলের আয়োজনে জীবননগর বাসষ্ট্রান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

নিখোঁজ স্কুল শিক্ষক সুজন হোসেন (৩১) জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হাবিবপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। এ ঘটনায় নিখোঁজ স্কুল শিক্ষকের বড় ভাই জীবননগর থানায় একটি সাধারন ডায়েরী (জিডি)করেছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সুজন হোসেন দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে জীবননগর শহরে থাকেন।এবং গোপালনগরে ৯ বছর ধরে বাসা ভাড়া করে থাকেন। কিন্তু কোনদিন কারো সাথে কোন ঝামেলা হয়েছে এমন কথা কখনও শুনতে পাইনি। সুজন জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করেন এর পাশাপাশি টিউশনি করান। আর ছাত্রদের নিয়ে মাঝে মাঝে খেলাধুলা করতেন। হঠাৎ শুনি তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার স্কুলের শিক্ষকরা তাকে খুজে না পেয়ে গ্রামের বাসায় আসে। তারপর জানতে পারি সুজন নিখোজ রয়েছে। পরিবারের সবাই খোজাখুজি করেও তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না।

সুজনের ভাগ্নে রানা বলেন, গত রবিবার (৬ অক্টোবর) বিকালে স্কুল থেকে তিনি বাসায় ফেরেন, খাবারের জন্য রাইস কুকারে ভাত রান্নায় বসিয়ে ছিলেন। ঘরের ভিতরে তার একটি নষ্ট ও সচল মোবাইল চার্জে পাওয়া যায় তবে মোবাইল দুটোর একটাও সিম ছিলোনা। পরিচিত সকলের মাধ্যমে খোঁজাখুঁজির পর কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। গত বুধবার সকালে একজন মোবাইলে কল করে জানান, তাকে ঢাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমরা গাড়ি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এর মধ্যে তিনি আবার ফোন দিয়ে রক্তের গ্রুপ জেনে নিলেন, কিছুক্ষন পর জুরুরি চিকিৎসা বাবদ টাকা দাবি করেন বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পর থেকে তাদের মোবাইল বন্ধ পাচ্ছি।

জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন বলেন, গত সোমবার সকালে তিনি স্কুলে যায়নি, মঙ্গলবারও না গেলে তখন স্কুলের শিক্ষকরা তার মোবাইলে যোগাযোগ করেন কিন্তু বন্ধ পাই। শিক্ষকরা তখন সুজনের গ্রামের বাসায় যেয়ে বিষয়টা জানান। ৪দিন পার হয়ে গেলেও এখনও পযন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি ।
এদিকে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, জীবননগর উপজেলা কিন্ডার গার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ আঃ মোতালেব, প্রাইড প্রি ক্যাডেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুদ পারভেজ রানা প্রমুখ।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, এই ঘটনায় নিখোঁজের বড় ভাই থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। আমরা সকল থানায় বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছি। আশা করি খুবই দ্রুত তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের অস্থায়ী শ্রমিক- কর্মচারীরা চাকুরী স্থায়ীকরনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) সকালে সুগার মিলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচি আয়োজন করে সুগার মিলের মৌসুমী শ্রমিক কর্মচারীরা।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সুগার মিলে কর্মরত নানা বিভাগের দুই শতাধিক শ্রমিক কর্মচারী অংশ নেয়। ঘন্টা ব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে শ্রমিক নেতা নাজমুল ইসলাম, সাহেব আলী, ইদ্রিস আলী, আমিরুল ইসলাম, আলমগীর হোসেন, মতিয়ার রহমান, শাহার আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, যুগের পর যুগ মোচিকে কাজ করে গেলেও চাকুরী স্থায়ী করেনি কর্তৃপক্ষ। মৌসুমি ভিত্তিক বেতন পেলেও উৎসব, পার্বনে বোনাস পান না তারা। সারা বছরে মাত্র ৩ থেকে ৪ মাস বেতন পান তারা। যে কারণে মিলের ৩ শতাধিক শ্রমিক কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই তাদের চাকুরী স্থায়ী করনের দাবী জানানো হয় কর্মসূচি থেকে।